সুরাইয়া খানম

ওয়ার্ল্ড ট্রেড

টেকনোলজির সাইকোলজী দেখলে কলজে ফাটে
চোখ উপড়ে চামড়া খুলে রাজনীতিকরা হাঁটে ।
গরীব দেশের কি কি আছে? প্রাকৃতিক সম্পদ ।
আরও আছে শিশু-শ্রমিক, মেয়ে মানুষের দেহ
বাড়তি জনসংখ্যা আছে, আরও অনেক মোহ ।
চলছে পাচার নারী-শ্রমিক, ভাবছে তাহা কেহ? উঁহু ।

মরা নেতার চামড়া খুলে ডুগডুগি-বাজ সুখে
তমঘা এঁটে, লেবেল সেটে মানুষ নাচে, ধেই ।
কেউ ভাবছেন দু পকেটে ভরেনি বন্দুক
পয়সা দিয়ে পালবো লেখক, মুষ্টি করে ভারী
দলছুট কেউ হলেই দেবো পিঠের মধ্যে কিল ।

এখন শুধু শুনতে বাকী স্যুইস ব্যাঙ্কের নোট,
ডলার ঢালুন, ঋণ খেলাপী, বেগম বাজার গড়ুন ।
চুলগুলোকে ছাঁটতে হবে, মুখে পালিশ মাখতে হবে
ছুটতে হবে দেশ দেশান্তে, আনতে হবে যুদ্ধ সাজ ।

আশা

সোনালী আঙুল মুছে দ্যায় যত মৃত্যুর খতিয়ান
অভিধানে লেখে মানবিক ভাষা আশা
এইত জেনেছি চিরকাল যুগে যুগে
প্রেম নির্ভর জীবন । জীবন দেখেছি, পেয়েছি অঢেল ।
তবু কেন দানবেরা জয়ী হয় যুগে যুগে?
ভয়ে কেন আজ পরাজিত সব ভাষা?
আহামরি কত সেয়ানা শয়তানী
উল্টে পাল্টে তছনছ জনপদ ।

এখনো শুনছি আহাজারী করে মরে
পৃথিবী জুড়েই কত বুকভাঙ্গা মাতা
ন্যায়-অন্যায় এও কি এখনো আছে?
প্রেম নির্ভর জীবন কি হলো একেবারে বঞ্চিত?
কোথায় সে সব সোনালী গোলাপী আশা,
মায়ের কোলের অমলিন গানগুলো?

মশালের মত জ্বলেনা কেন যে মানুষের পরিত্রাণ?

নাচের শব্দ

জোড়া শালিখ নাচে যখন

খয়েরি হলুদ শব্দ হয়
মানুষ পাখি মারে যখন
লাল কালো সব শব্দ হয়
মানুষ মানুষ নাচে যখন
লাল গোলাপি শব্দ হয়
মানুষ মানুষ মারে যখন
তখন নাচের কোন সময়!

সেফটিপিন

আতুর হয়ে চাইছ ভিক্ষে
চাই না এসব কঠিন শিক্ষে
আমার ফাটা জামা সারার রিফুর বিদ্যে
ধৈর্য, সময় শিল্পগুণের সবই মিথ্যে–

সব সমক্ষে একটি বিনয় রাত্রিদিন :
দিল আমাকে, দিন আমাকে সেফটিপিন!

আমার হৃদয় ছেঁড়াফাটা
সময় মত তালিমারা, আবার কাটা,
এখন তখন ঝুলতে থাকে অসঙ্গত
লোকে বলে : এ যে বেজায় অভদ্র ত!

তাইতো বলি, মিনতি রাখি প্রত্যহ দিন
দিন আমাকে, দিন আমাকে সেফটিপিন!

আপনাদের তো অনেক আছে : হাস্যলাস্য অহঙ্কার
বিনয় বিবেক বুদ্ধি সাবেক সংস্কার,
আমার তো হায় কেবল একটি চমৎকার
ছিন্ন হৃদয়, ছিন্নভিন্ন পোশাক আর–
গলায় আছে অসংখ্যবার ও চীৎকার :

দিন আমাকে, দিন আমাকে সেফটিপিন ;
না হয় আমায় সেরেফ জবাই করেই নিন!

নিঃসঙ্গ ভ্রমণ

নষ্ট যমুনায় আমি যতবারই পা ডোবাতে গেছি
উদ্যত হাঙ্গর দাঁত আমাকে কেটেছে শুধু আর–
গর্কির ধাক্কায় আমি ভেসে গেছি ঢেউ-এর পাহাড়ে একাকিনী!

লোকালয়ে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল
ভেঙ্গে গেল সময়ের সাঁকো!
ঢাকা পড়ে গেল কত মাসুম আয়াত ;
সোনার দর্পণে এলো আঁচড়, আঘাত!

আর আমি কলসী কাঁখে যতবার লোকালয়ে ফিরি
সাপ সাপ বলে ভীত মানুষ পালায়!

স্ফটিকের মতো এই শুভ্র দেহ মনের উদ্ভাসে
ওরা কি দেখতে পায় ধবংস হত্যা তান্ডবের রেখা?

ভ্রষ্টলগ্নে ম্যানিফেস্টো

এই গাছ, কবিতা শোন আমার,
শোন পাথর, কবিতা শোন দেওয়াল,

এই শুয়োরের বাচ্চা, শুনে যা আমার কিস্যা,
কুকুরের ছানা শোন কবিতা আমার!

সিংহের শাবক শোনে কবিতা আমার,
ওরাং ওটাং-এর ছাওয়াল শুনে যা শুনে যা,
আমার কবিতা শোনে বনের হায়েনা!

হাঙ্গর, কুমীর, কেচো শোন শোন–
এই কুত্তার জাত, পাও-চাটা অধম উত্তম
শোন তোরা কবিতা আমার!

ঘেউ ঘেউ বন্ধ হয়, মাতলামি থামা;

: শোন গান শুনছে–ঐ অমর অরফিউস
ম্যোৎসার্ট, বাখ, বেটোফেন, বেলাল, তানসেন,
মীরাবাঈ, রাই, জুলেখা, সখিনা ।
শোনরে কুত্তার ছানা, শোন তুই আমার কবিতা;

লগ্ন যাচ্ছে :
ভ্রষ্ট লগ্নে শুনে যা আবার
অমল শব্দের ধ্বনি প্রাণের টঙ্কার ।

উদ্ধারের ইস্টীমার ছাড়ছে ঐ ।
শোন
ছাড়পত্র আমারই কবিতা!